যুগান্তর

তারিখ 28 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস বাংলাদেশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় দেশের বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত ছিলেন। সন্দেহ নাই যে, গত কয়েক বৎসরে দেশে পাবলিক ইউনিভার্সিটির পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে শক্তিশালী একটি খাত হিসাবে বিকশিত হইয়াছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। উহার মধ্যে দুই-চারিটি আন্তর্জাতিক মানের। উন্নত বিশ্বে সরকারির পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বাহন হিসাবে পরিপূরক খাত বলিয়া বিবেচিত। উচ্চশিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি ঐগুলি বাণিজ্যিকভাবেও সফল। আমাদের দেশে অতটা না হইলেও উহা যে অন্যতম একটি বিকাশমান খাত হইয়া উঠিয়াছে, উহাতে দ্বিমতের অবকাশ নাই। এমতাবস্থায় সরকারের 'প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ২০০৭' জারি এবং নূতন করিয়া আয়কর আরোপের চিন্তা উদীয়মান এই খাতের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করিতে পারে। মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও শিক্ষাবিদদের বক্তব্য হইতে উপরোক্ত বিষয়টি উঠিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মতে, প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে এমন কতিপয় ধারার প্রস্তাব করা হইয়াছে, যাহা বাস্তবায়িত হইলে বদলাইয়া যাইবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো। অধ্যাদেশে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা খর্ব করা হইয়াছে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আয়ের উপর নূতন করারোপ দেশে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলিবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যানুপাতে দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও সম্ভাবনা খুবই সীমিত। প্রতি বৎসর অনেক প্রতিভাবান ও মেধাবী ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পাস করিয়া ভর্তি হইতে ব্যর্থ হয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। দেশে চাহিদা অনুযায়ী মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাও সম্প্রসারিত হইতে পারে নাই। এমতাবস্থায় উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে আগাইয়া আসিয়াছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও কারিগরি কলেজগুলি। বর্তমানে কমবেশি ৮৬ হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নের সুযোগ পাইতেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। উহার ফলে চাপ কমিতেছে সরকারি কোষাগার ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর। অন্যদিকে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে সেশনজট নাই, শিক্ষার পরিবেশ সুশৃংখল, তদুপরি শিক্ষার মান ভালো। মোট কথা, উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণসহ দেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অস্বীকার করা যাইবে না। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নিজস্ব ক্যাম্পাস না থাকাসহ শিক্ষার মান ও অপর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভিযোগ রহিয়াছে। এই সকল সমস্যা ক্রমে নিরাময়যোগ্যও বটে। ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন যদি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব। মতবিনিময় সভায় বক্তারা যেইগুলির শিক্ষার মান খারাপ, সেইগুলি বন্ধ করিয়া দিবার কথা বলিয়াছেন। যেইগুলিতে সুশিক্ষার পরিবেশ বর্তমান, সেইগুলিকে সর্বাত্মক সহায়তা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এই ক্ষেত্রে নূতন করিয়া করারোপের অবকাশ নাই। উহাতে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ ব্যাহত হইতে পারে। সর্বোপরি দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশেই করারোপের এমন বিধান নাই। শিক্ষা খাতে যুগোপযোগী সংস্কার ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা কেহ অস্বীকার করে না। তবে সংস্কার-সংশোধনের ক্ষেত্রে আত্মসমালোচনাও জরুরি। উচ্চশিক্ষা বিস্তারে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেইখানে চাহিদা পূরণ করিতে পারিতেছে না, সেশনজটসহ শিক্ষার পরিবেশ পদে পদে বিঘ্নিত করিতেছে— সেই ক্ষেত্রে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির বিকাশকে বাধাগ্রস্ত হইতে দেওয়া যাইবে না। ইউজিসিসহ শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকিবে বলিয়াই প্রত্যাশা।